দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৬ JUN 2015
পৃষ্ঠা ০৩ কলাম ০৬

প্রান্তিক শিশু শিক্ষায় চাই পৃথক বাজেট

মতবিনিময় সভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য পৃথক বাজেট রাখার সুপারিশ করেছেন। একই সঙ্গে তারা আদিবাসী ও প্রান্তিক শিশুদের উন্নয়নে ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী সঠিক জরিপ পরিচালনা করে আদিবাসী ও দলিত শিশুদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়, বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষে সামাজিক ঐক্য, সমতা ও বৈচিত্র্য ধরে রাখা এবং বৈষম্য বিলোপ করার জন্য শিক্ষকদের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রদান, মানসম্মত শিক্ষার জন্য তদারকি ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং অবস্থা উন্নয়নের দিক-নির্দেশনা নির্ণয়ে গতকাল শুক্রবার সিরডাপ কনফারেন্স সেন্টারে উক্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজন করে এনএনএমসি এবং হেকস।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য নাজমুল হক প্রধান এবং বিশিষ্ট লেখক ড. হরিশংকর জলদাস। আরও উপস্থিত ছিলেন হেকস্ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর অনীক আসাদ এবং এনএনএমসি কো-অর্ডিনেটর মনজুম নাহার। সভাপতিত্ব করেন এনএনএমসির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন।

বক্তরা বলেন, শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। আর এই জন্য প্রয়োজন সকল শিশুর শিক্ষাকে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখা। জানা যায়, উত্তরবঙ্গে প্রায় ১৩টি আদিবাসী জাতিস্বত্বার মানুষ বসবাস করে। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, ওরাঁও, মালো, মুন্ডা, পাহান, মাহালী, মাহাতো। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানকার আদিবাসীদের অবস্থা আরো করুণ এবং শিক্ষার হার খুবই কম। এখানে এমন আদিবাসী গ্রাম আছে যেখানে স্কুল নেই। বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার ৬০ শতাংশ। আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বেশ কিছু সুপারিশ রয়েছে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঝরে পড়া ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।'